CC - HII - 11

Q. ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা

ফ্রান্সে বিপ্লবী মানসিকতা সৃষ্টির পিছনে যে সমস্ত দার্শনিকেরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মন্তেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, কুয়েসনে প্রমুখের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মন্তেস্ক: পেশায় আইনজীবী মন্তেস্কু ছিলেন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক।

ভলতেয়ার : ভলতেয়ার তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী সরকার ও কলঙ্কিত রোমান ক্যাথলিক চার্চকে তীব্র আক্রমণে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন।

রুশো : রুশোর লেখা সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব ফরাসি বুদ্ধিজীবী সমাজে নবচেতনার উদ্রেক করেছিল।
মাবলি : প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তার ধারক ও বাহক মাবলির আদর্শ ছিল গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র।

দিদেরো : দিদেরো ছিলেন রাষ্ট্র ও চার্চের সমালোচক।

ফিজিওক্রাট : অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রবক্তা ফিজিওক্রাটদের মূল বক্তব্য ছিল, ভূমিই হল সম্পদের উৎস। অতএব সব শ্রেণির কাছ থেকেই ভূমিকর আদায় করা উচিত।

প্রভাব :

দার্শনিকেরা সমাজ, রাষ্ট্র বা চার্চকে দুর্নীতি মুক্ত করতে চাইলেও তাঁরা কেউই সরাসরি রাজতন্ত্রের পতনের কথা বলেননি। বিপ্লব ছিল বাস্তব অবস্থার প্রতিক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে দার্শনিকদের প্রভাব ছিল খুবই কম। দার্শনিকেরা বিপ্লবের কথা বলেননি। তাঁরা বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। ভলতেয়ার ও বিশ্বকোশ প্রণেতাগণ সমাজ, রাষ্ট্র ও চার্চের দুর্নীতির অবসান চাইলেও তাঁরা ধর্ম বা রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না। ফিজিওক্রাটগণ অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থক হলেও তাঁরা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের কথা বলেননি। মন্তেস্কু ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয় সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই দার্শনিকরা সংস্কারের কথা বলেছেন। সুতরাং, ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

আবার, অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ফরাসি দার্শনিকরা সরাসরি বিপ্লবের কথা না বললেও তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার সমালোচনা করে একটি 'বিপ্লবী মানসিকতা' তৈরি করেন। ফরাসি দার্শনিকদের মতবাদ প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে। তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন দার্শনিকরা পরোক্ষভাবে ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

Q. ফ্রান্সের তৃতীয় এস্টেট সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

কখনও কখনও, মধ্যযুগের শেষের দিকে এবং প্রারম্ভিক ফ্রান্সে, 'এস্টেট জেনারেল' নামে একটি সমাবেশ ডাকা হত। এটি ছিল একটি প্রতিনিধি সংস্থা যা রাজার সিদ্ধান্তকে রাবার-স্ট্যাম্প করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি একটি সংসদ ছিল না যেভাবে ইংরেজরা এটি বুঝতে পারে এবং এটি প্রায়শই রাজা যা আশা করেছিল তা করেনি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজকীয় অনুগ্রহের বাইরে চলে গিয়েছিল। এই 'এস্টেট জেনারেল' এটিতে আসা প্রতিনিধিদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিল এবং এই বিভাজনটি প্রায়শই সামগ্রিকভাবে ফরাসি সমাজে প্রয়োগ করা হত। প্রথম এস্টেট পাদরি, দ্বিতীয় এস্টেট আভিজাত্য, এবং তৃতীয় এস্টেট অন্য সকলের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

এস্টেটের প্রতিনিধি :

এইভাবে থার্ড এস্টেট অন্যান্য দুটি এস্টেটের তুলনায় জনসংখ্যার একটি বিশাল অনুপাত ছিল, কিন্তু এস্টেট জেনারেলে, তাদের শুধুমাত্র একটি ভোট ছিল, অন্য দুটি এস্টেটের প্রতিটির মতই। সমানভাবে, যে প্রতিনিধিরা এস্টেট জেনারেলের কাছে গিয়েছিলেন তারা সমস্ত সমাজে সমানভাবে আকৃষ্ট হননি: তারা মধ্যবিত্তের মতো পাদরি এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাজ করার প্রবণতা ছিল। 1780-এর দশকের শেষের দিকে যখন এস্টেট জেনারেলকে ডাকা হয়েছিল, তখন থার্ড এস্টেটের অনেক প্রতিনিধি ছিলেন আইনজীবী এবং অন্যান্য পেশাজীবী, সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব 'নিম্ন শ্রেণীর' হিসাবে বিবেচিত যে কেউ নয়।

Q. থার্ড এস্টেট ইতিহাস তৈরি করে।

তৃতীয় এস্টেট ফরাসি বিপ্লবের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের জন্য ফ্রান্সের সিদ্ধান্তমূলক সহায়তার পর, ফরাসি মুকুট নিজেকে একটি ভয়ানক আর্থিক অবস্থার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল। অর্থ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা এসেছেন এবং গিয়েছেন, কিন্তু কিছুই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, এবং ফরাসি রাজা একজন এস্টেট জেনারেলকে ডাকা এবং এর জন্য রাবার-স্ট্যাম্প আর্থিক সংস্কারের আবেদন গ্রহণ করেছিলেন। যাইহোক, রাজকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ভয়ানক ভুল হয়েছে।

এস্টেটগুলিকে ডাকা হয়েছিল, ভোট হয়েছিল এবং প্রতিনিধিরা এস্টেট জেনারেল গঠন করতে এসেছিলেন। কিন্তু ভোটদানে নাটকীয় বৈষম্য—থার্ড এস্টেট আরও বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব করত, কিন্তু শুধুমাত্র পাদরি বা

অভিজাতদের মতোই ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল—তৃতীয় এস্টেট আরও ভোট দেওয়ার ক্ষমতার দাবিতে পরিচালিত করেছিল, এবং বিষয়গুলি যেমন বিকশিত হয়েছিল, আরও অধিকারের দাবি করেছিল। রাজা ঘটনাগুলিকে ভুলভাবে পরিচালনা করেছিলেন এবং তার উপদেষ্টারাও করেছিলেন, যখন পাদ্রী এবং অভিজাত উভয়ের সদস্যরা তাদের দাবি সমর্থন করার জন্য (শারীরিকভাবে) তৃতীয় এস্টেটে গিয়েছিল। 1789 সালে, এটি একটি নতুন জাতীয় পরিষদ গঠনের দিকে পরিচালিত করে যা যাজক বা আভিজাত্যের অংশ নয় তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। পরিবর্তে, তারা কার্যকরভাবে ফরাসি বিপ্লব শুরু করেছিল, যা কেবল রাজা এবং পুরানো আইন নয়, পুরো এস্টেট ব্যবস্থাকে নাগরিকত্বের পক্ষে উড়িয়ে দেবে। তৃতীয় এস্টেট তাই ইতিহাসে একটি বড় চিহ্ন রেখে গিয়েছিল যখন এটি কার্যকরভাবে নিজেকে দ্রবীভূত করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

Q. ফরাসি সংবিধান সভার কার্যাবলি আলোচনা করো

ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে সম্রাট তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিদের মাথাপিছু ভোটদানের দাবি না মানলে তারা নিজেদের সভাকে জাতীয় সভা (National Assembly) বলে ঘোষণা করে এবং টেনিস কোর্টের শপথ (২০ জুন, ১৭৮৯ খ্রি.) নিয়ে নতুন সংবিধান রচনার অঙ্গীকার করে। এই অবস্থায় সম্রাট তৃতীয় শ্রেণির দাবি মেনে নিয়ে তিন শ্রেণির যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন। ফলে জাতীয় সভা 'সংবিধান সভা' (Constituent Assembly)-য় রূপান্তরিত হয়।

সংবিধান রচনা :

বিপ্লবের যুগে ফরাসি সংবিধান সভা দু-বছরের (১৭৮৯-১৭১১ খ্রি.) চেষ্টায় একটি সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধান রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লাফায়েৎ, মিরাবো, ট্যালির্যাস্ট, রোবসপিয়র প্রমুখ প্রথম সারির নেতারা। তাঁদের রচিত সংবিধানই ছিল ফ্রান্সের প্রথম লিখিত সংবিধান।

সংবিধান সভার কার্যাবলি :

সংবিধান সভা মূল সংবিধান রচনার আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল-

সামন্তপ্রথার বিলোপ : সংবিধান সভা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট এক ঘোষণার দ্বারা ফ্রান্সের সামন্তপ্রথা, সামন্ত কর, বেগার শ্রম প্রভৃতি বিলোপ করে।

ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা : সংবিধান সভা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার' ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় বলা হয়, স্বাধীনভাবে বাঁচা মানুষের জন্মগত অধিকার, আইনের চোখে

সবাই সমান প্রভৃতি। ঐতিহাসিক গুলার (Aulard)-এর মতে এই ঘোষণাপত্রটি ছিল 'পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যু পরোয়ান্য (The Declaration was a death certificate of the Old Regime)

সংবিধান সভার সংস্কারকার্য :

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সভা কর্তৃক সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয়। এর সংস্কারমূলক কার্যাবলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল- শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার, বিচারবিভাগীয় সংস্কার ও ধর্মীয় সংস্কা।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার : শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সংবিধান সভার সংস্কারমূলক কাজগুলি হল- ফ্রান্সের রাজার ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করা হয়। শাসন, আইন ও বিচারবিভাগকে পৃথক করা হয়। সমগ্র ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশে (ডিপার্টমেন্ট) বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি প্রদেশকে আবার জেলা, ক্যান্টন ও কমিউনে ভাগ করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসি সংবিধান সভার কার্যাবলি হল- অ্যাসাইনেট (Assignat) নামে একপ্রকার কাগজের নোট প্রচলন করা হয়। ফ্রান্সের গির্জার সকল ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সারাদেশে একই ধরনের ওজন, মাপ ও শূদ্ধব্যবস্থা চালু করা হয়।

বিচারবিভাগীয় সংস্কার : বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হল আইনের চোখে সকলেই সমান- এই নীতি চালু করা হয়, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিলের অধিকার স্বীকৃত হয়, নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগ ও তাদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্মীয় সংস্কার : ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংবিধান সভার উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল ফ্রান্সের গির্জা 'গ্যালিকান গির্জা' (Galican Church) নামে পরিচিত হয় এবং আইনের মাধ্যমে গির্জাকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয় – যাজক ও বিশপদের নির্বাচন করার অধিকার জনগণকে দেওয়া হয়। বিশপ ও যাজকদের সরকারি বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধান সভার কার্যাবলি ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সংবিধান সভা স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ফ্রান্সের জনগণের হাতে ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

Q. নেপোলিয়নের সামাজিক ও আইনসংস্করগুলি আলোচনা করো।

তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্রাট হিসেবে গার্হস্থ্য নীতি:

নেপোলিয়ন তৃতীয় তার সময়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী আইন ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য সর্বদা জনমতের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন । তাই, তিনি জনমত অধ্যয়ন করতে

এবং প্রচারের মাধ্যমে এটিকে প্রভাবিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছিলেন । যদিও "যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতার" প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আপাতত তিনি পুলিশ রাষ্ট্রের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন।

" ফ্রান্সের সমৃদ্ধি এবং মহত্ত্বের জন্য দরকারী সবকিছু করার উদ্যোগ নিতে" ইচ্ছুক , তিনি জনসাধারণের কাজ , রেলপথ নির্মাণ, ঋণের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প ও কৃষিকে এগিয়ে নেওয়ার অন্যান্য উপায়ে প্রচার করেছিলেন। মহান প্রযুক্তিগত প্রকল্পগুলির একজন উৎসাহী প্রবর্তক, তিনি উদ্ভাবকদের সমর্থন করেছিলেন এবং আধুনিক প্যারিসের পুনর্নির্মাণে ব্যক্তিগত আগ্রহ নিয়েছিলেন ।

তবে তিনি যাকে তার "অধ্যবসায়ী ও অভাবীদের প্রতি ভালবাসা" বলে অভিহিত করেছেন তা অস্বীকার করেননি। তিনি রুটির জন্য কম দাম নিশ্চিত করেছিলেন, শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নির্মাণকে এগিয়ে নিয়েছিলেন এবং সালিশি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পারস্পরিক সহায়তার তার সমাজে, নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীদের একে অপরকে বুঝতে শিখতে হবে। তিনি আশা করেছিলেন যে তার সামাজিক-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, যা তিনি প্রায়শই অবদান রেখেছিলেন, নাগরিকদের দ্বারা অনুকরণ করা হবে। তবে মধ্যবিত্তরা তাকে শুধু সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্ষক হিসেবে দেখে এবং তার সামাজিক ধারণাগুলোকে নিছক ইউটোপিয়ানিজম বলে মনে করে।

সম্রাট হিসেবে পররাষ্ট্রনীতি :

নেপোলিয়ন তৃতীয় : অভ্যন্তরীণ নীতির মতো, সম্রাট অবিলম্বে বিদেশী বিষয়ে উদ্যোগ নেন। "লুই-ফিলিপ পড়েছিলেন কারণ তিনি ফ্রান্সকে অসম্মানিত হতে দিয়েছিলেন। আমাকে কিছু করতে হবে, "তিনি ঘোষণা করলেন। তিনি ইউরোপের সৃষ্ট ব্যবস্থা ভেঙে ফ্রান্সকে আরও একবার বড় শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন1815 সালের ভিয়েনার কংগ্রেস , যা ঘটনাক্রমে ফ্রান্সের উপর বড় অপমান আরোপ করেছিল। নিশ্চিত হয়ে যে বর্তমান "সভ্যতার যুগে সেনাবাহিনীর সাফল্যগুলি কেবল অস্থায়ী ছিল" এবং এটি ছিল "জনমত যা সর্বদা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে", তিনি "উদার ও মহৎ চিন্তাধারার মাথায় অগ্রসর হওয়ার" পরিকল্পনা করেছিলেন, যার মধ্যে জাতীয়তার নীতি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতি অনুসারে তিনি " আরও টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর ইউরোপীয় ক্ষমতার ভারসাম্য " পুনর্গঠনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস চেয়েছিলেন। এবং "অন্যান্য দেশগুলি যদি কিছু পায় তবে ফ্রান্সকেও কিছু অর্জন করতে হবে।"

ক্রিমিয়ান যুদ্ধ তাকে তার প্রিয় ধারণাগুলির একটি উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়: গ্রেট ব্রিটেনের সাথে একটি জোটের উপসংহার যা ভূমধ্যসাগরের দিকে রাশিয়ান সম্প্রসারণ পরীক্ষা করতে সফল হবে। প্যারিস